

প্রথম প্রকাশ । বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক । তপনলাল ধর । অব্যয় । ৪২ গড়পার রোড । কলকাতা ২

প্রচ্ছদ । তপনলাল ধর

মুদ্রক

মানসী গুহঠাকুরতা

শান্তী প্রেস

২১০ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট । কলকাতা ২

সূচি

- ৯ এবার আমি
- ১০ সংকেত
- ১১ আরতির ধ্বনি
- ১২ প্রার্থনা
- ১৩ বোধি
- ১৪ ষ্বেচ্ছাচার
- ১৫ মাহুরাঙা
- ১৬ নিমগাছ নীল ছায়া
- ১৭ মানচিত্র
- ১৮ রেডিওগ্রাম
- ১৯ অনুরোধ
- ২০ আত্মগোপনের ইতিহাস
- ২১ প্রতিবিলম্ব
- ২২ দীর্ঘশ্বাস
- ২৩ মুক্তি
- ২৪ গিটার
- ২৫ ইস্রাজ়াল
- ২৬ বৃত্ত
- ২৭ এবং দশটি পাখি
- ২৮ কলকাতা ১৯৬৮
- ২৯ ছায়া কিংবা
- ৩০ গল্প
- ৩১ নায়

- ৩২ চিকানা
 ৩৩ পটভূমি
 ৩৪ অঙ্ক
 ৩৫ হাসপাতাল
 ৩৬ অথচ
 ৩৭ বিড়ালের চোখ
 ৩৮ প্রতিক্রিয়া
 ৩৯ স্বয়ংস্বর
 ৪০ সমুদ্র
 ৪১ ইংগিত
 ৪২ নেই
 ৪৩ স্টেশন
 ৪৪ মানমন্দির
 ৪৫ হৈ চৈ
 ৪৬ কবিতা ১
 ৪৭ কবিতা ২
 ৪৮ কবিতা ৩

পুঙ্খ দাশগুপ্ত
বহুবরেষ্

পরেণ মণ্ডলের অস্তিত্ব কাব্যগ্রন্থ
অদূরে জলের শব্দ
প্রতিবিম্ব

এবার আমি

এবার আমি মুখ লুকোবো রৌদ্রে
এবার আমার নামের পাশে ছায়া
এবার আমি মুখ লুকোবো রৌদ্রে

সংকেত

পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে

রোজ সেই কথা

সেই সব ছবি

মনে পড়ে

পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে

রোজ সেই কথা

সেই সব ছবি

.....

পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে

.....

আরতির ধ্বনি

এমনি করে আশ্বিনের মেঘ নদীর প্রবাহ
একে একে বিস্মৃত প্রান্তরে নেমে গেল
আমি তাকিয়ে দেখলাম

মন্দিরের মতো।

মন্দিরের চূড়ার মতো।

ছায়া।

শুনতে পেলাম

আরতির ধ্বনি

যেন

ষণ্মের মতো ধূলগ

এমনি করে আশ্বিনের মেঘ নদীর প্রবাহ
একে একে বিস্মৃত প্রান্তরে নেমে গেল

প্রার্থনা

কাউকে ডাকি নি

তবু

কেন মুখ বাড়ালে জন্মদ

তবু

কেন মুখ বাড়ালে ঈশ্বর

আমাকে আজ একা থাকতে দাও

বোধি

স্বভার সীমানা ছুঁয়ে
সে তার হারানো ছবিটা ফিরে পেল

ষেচ্ছাচার

অবশ্য পাঁচটি ফুলে এবং ফুলের নীল ছোয়াংলার ভিতর
ষেচ্ছাচার বেড়েছে কেবল
গোপনে
নরম। যেন গোপনীয় আরো
গোপনীয় হতে চায়

মাছরাঙা

সুকনো পাতার

ঠোটে

সূর্যের

নখের

দাগ

মুছে গেল বলে

বিবর্ণতা

মাছরাঙা পাখিটাও

উড়ে গেল

ছপুরে

কোথাও

নিমগাছ নীল ছায়া

বাড়িটা

পাশে

নিমগাছ

নীল ছায়া

তবে আছে সেই মৃত নাবিকের মতো

তায়

বরফের শাদা রক্তের ভেতর

বাড়িটা

পাশে

নিম গাছ

নীল ছায়া

মালচিহ্ন

এখানে নদীর স্মৃতি

সীমানা

হৃদয়

অক্ষরে খা বরা বর

ভাষা

মন্দির

এবং

রাত্রি

রেডিওগ্রাম

রেডিওগ্রামে সেতার বাজছে

ঘরের মধ্যে কুপন অঙ্ককার

মনের মধ্যে ঘরের চতুর্কোণ

চতুর বাতাস খেলা করছে চুলের সঙ্গে

সংগোপনে

সেতার বাজছে

রেডিওগ্রামে

সেতার বাজছে

অঙ্গুরোধ

একটু সময় দাও
অনেক দূরে যেতে হবে
হাতের কাছে কিছু নেই
মনের মধ্যে
মুখ

নিজের দিকে তাকাইনি কখনো
একবার
দেখতে চাই
একটু সময় দাও

আত্মগোপনের ইতিহাস

আড়ালে মুখ সরিয়ে নিলে
পাছে

ঘর ভেঙে যায় ভূমিকম্পে
বেজে ওঠে মাটির প্রদীপ

শূন্য হাত পেতে রাখলে কেন
সবটুকু বালিরারিড়ি

মরা মাছ খেলা করতে পারে না জেনেই
তুমি বসে আছ

অসময়ে

আড়ালে মুখ সরিয়ে নিলে
পাছে

ঘর.....

.....প্রদীপ

প্রতিবিশ্ব

একাকী

জলের

মধ্যে

প্রতিবিশ্ব

চারিদিক

স্তিমিত

লজ্জায়

মুচ

বিকেলের

দীর্ঘ

ছায়া

খেলা

করে

রক্তহীন

নিরাশ্রয়

দীর্ঘশ্বাস

আমি সেই সমুদ্রের তীরে যাবতীয় কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম ইচ্ছা ছিল প্রসারিত চোখে ইচ্ছা ছিল বিনীত ইংগিতে নীরবে আন্দোলন শুধে যাবো ঝড়ের ভৈরবমূর্তি সজ্জদয় পতাকার উজ্জ্বল স্পন্দন সমর্পণ সব রেখাগুলো স্পর্শ পাবে প্রতীকার দরজার প্রতীকার জানালায় অন্তরালে আকাশের নিচে বা ঘাসের নিচে যেখানে শব্দগুলো শব্দহীন স্তিমিত বা হিত পড়ে আছে খুমস্ত শিশুর মতো অন্ধকার অন্ধকার নেমে আসতে চায় আমি সেই সমুদ্রের তীরে যাবতীয় কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে ছায়ার মতন দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘশ্বাস

মুক্তি

সমস্ত জীবন ধরে মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা আমার

গিটার

ঘরের কোণে পুরনো গিটার
হেঁড়া তারে অং
বাঁকা রোদ
ধুলো।
ছাদেয় টবে রজনীগন্ধা
পুরনো গিটার
ঘরের কোণে
গিটার

ইন্দ্রজাল

.....আহু দেখতে দেখতে

ধন্যময় বিন্দুয়

বিন্দুয় থেকে ইন্দ্রজাল

মুখের ওপরে হাত

হাতের ওপরে চোখ

চোখের ওপরে ক্র

ক্র ছাড়ালে কপাল

তাতে লেখা ভবিষ্যৎ

কোন দিন মৃত্যু হবে

পরজন্ম

মৃত্যু

জন্ম

মৃত্যু

বৃত্ত

আলোর এপাশে তার ঘর ছিল
আলোর এপাশে তার স্থিতি ছিল
আগন্তুক চারিভিতে অতিথির মতো
সলজ্জ জড়িত

পুনবার বৃষ্টি এলে
পুনবার অসুস্থ উত্তাপে
মুগ্ধ হতে পারি

এবং দশটি পাখি

.....এবং

দশটি পাখি প্রজ্বলিত নীল বাতিটার দিকে

উড়ে যাচ্ছিল

হঠাৎ কুয়াশা এসে তাদের নরম লাল ঠোট

স্পর্শ করতে

বাতির শিখাটি এক গভীর ক্ষতের মতো হ্রবোধ্য ও

বিভীষিকাময় মনে হলো।

ভানার চঞ্চল শব্দে তরঙ্গ তরঙ্গ

হির হতে হতে দূরে চোখের দৃষ্টির চেয়ে জটিল আবর্তে

মিশে গেল

এবং

দশটি পাখি প্রজ্বলিত নীল বাতিটার দিকে

উড়ে যাচ্ছিল

কলকাতা ১৯৬৮

আন্তে কথা বল
এখানে হাসপাতাল
আন্তে কথা বল
এখানে.....
পথ শুরু হয়ে এসেছে
ধুলোবালি নীল রোদে শরীর পুড়ে যাচ্ছে
চোখের নিচে দাগ
গলার স্বরে চিড
ওষুধের গন্ধ
আন্তে কথা বল
এখানে.....

ছায়া কিংবা

বরং রোদ ফুরিয়ে যাক
বরং রোদ ফুরিয়ে যাক
বিকেলবেলা ছায়া-ছায়া বিকেলবেলা
সবকিছু ভেঙেচুরে একা টাঁড়িয়ে থাকবো
পাশে কেউ থাকার নয়
ছায়া কিংবা স্মৃতি কিংবা মৃত্যু কিংবা

গল্প

এখন থাক
কাল বা পরন্তু
গল্প বলব
আজকের গল্প পরীর গল্প
পেছাইনের
ভারপর চলতে চলতে রাত হয়ে গেল
নিশুভি
এদিকে মন কেমন করছে
ভয়
অবসাদ
দুশ্চিন্তা
পেছনে কে ডাকল সামনে কে
না
কেউনা
সেই রাজপুরীর দিকে সেই তেপান্তর পেরিয়ে
এখন থাক
কাল বা পরন্তু
গল্প বলব

মাঝ

এই তো সমুদ্র নীল শান্ত গভীর
না

দেখতে পাচ্ছি না

এই তো গজ'ন প্রচণ্ড গভীর তীব্র
না

সুনতে পাচ্ছি না

এই তো ফেনা নরম ঠাণ্ডা আলতো
না

বুঝতে পারছি না

ঠিকানা

সেই কালোর মেশা লাল বাড়িটার আশি থাকি যার এপাশে রাস্তা ওপাশে পার্ক সামনে ছেলেদের জুল পেছনে একটা ছাপাখানা অনেক রাস্তিরে যখন গোলমাল থমকে যায় যখন নিমগাছের ভাঙা ডালে কাকের চিংকার অলে ওঠে যখন কেবল পাখার শব্দে বৃকতে পারি কেউ না কেউ এখানে বা ওখানে রাত জাগছে চোখ ফোলা-ফোলা লালচে শরীর ঝিমিয়ে এসেছে স্নায়ু বেশ ক্লান্ত একটা গতায়ু শুভকামনা ফাকাশে হয়ে এসেছে তখন সভাপনের ঘোড়া দৌড়ে যায় দাঁতের হাতি গুঁড়ু গুঁড়ু করে একটা আকন্দগাছে ফুল ফোটে তখন পুরনো-দিনের কলরগানের রেকর্ড বেজে ওঠে আর আমি হারিয়ে যেতে থাকি যেন আমি ভীষণ ঈর্ষাশালী যেন কতো একা গরীব মন্দিরের ধরসে-মাওয়া চুড়ার মতো উদাসীন শ্মশানের পোকাধরা পাচটার মতো নীরব যেন.....

পটভূমি

পটভূমি গুড়ো হয়ে যায় পটভূমি গুড়ো হয়ে যায় পট
পটভূমি প্ অ ট ঝ ড্ উ ম্ ই কিসের শব্দ এমন ভয়ংকর
দাঁড়াসের টিক্‌টিকির উচ্চারণের নাকি কান্নার চিংকারের যন্ত্রণার নাকি
শব্দহীনতার অন্য মেরু নাকি জলজ উদ্ভিদ নাকি প্রান্তরে পাখির ভাঙার
নাকি পাথরে রোদ্‌র পড়ার নাকি নক্ষত্রের ঠোঁটের নিচের নিজস্বতার
পৃথিবীর বুকের স্পর্শের কৌতূহলের

এই তো প্রাচীর ভেঙে পড়ল যা আদিম বীভৎস সংকোচে আড়ষ্ট
হ্রদ দৃঢ় বিশাল এই তো ভেঙে পড়ল

অস্ত্র

কাকে যেন দিয়েছি
নাম
ঠিকানা
কাকে যেন দেখিয়েছি
ছবি
শব্দের বর্ণ
রামধনু
অস্ত্রের কথা গোপন করেছি
যেহেতু
আমার কোন অস্ত্র জানা নেই
দিক্‌চিহ্ন ছাড়া।

হাসপাতাল

সমস্ত আকাশে আজ আত্মীরের গোপন সন্মোহ
আলো নিবতে চায়
একটু জল দাও

আমার খর...রেডিও...আলমারি
কাশ্মীরী শাল
রামেশ্বরমের সেই খোদিত বিনুক
পুরনো চিঠি
মুঠোর মধ্যে অবসর
অশ্রু
ভয়

প্রতিক্রিয়া

এখানে কুয়াশা অন্ধকার

জ্যোৎস্নার

মঘতা

গোধূলিতে লীলাময় গোধূলিতে

। রুঘ

সিঁড়ি

গোপন

জটিল

স্বপ্নস্বর

মরা গাছটার ছায়াতে
এ কার পদধ্বনি
শূন্যে শূন্যে জপমালা
যেন
স্বপ্নস্বর
এখনো রুষ্টি নামবে বলে কি
স্বর
থেমে গেল

সমুদ্র

রাশ্টি ঘুম
সমুদ্র দেখার পরে
আকাশ
রাশ্টি
ঘুমের মধ্যে
সমুদ্র
আকাশ

ইংগিত

নাম ধরে ডেকেছে সে তাই

প্রতি ধরনি

ছড়িয়ে ছড়িয়ে

পড়ে

...

.....

.....

এ

কা

কী

প্র...তি...ধর...নি

নী

র

ব

জ্যোৎস্নায়

নেই

ক্রিং-ক্রিং
বাড়ি নেই

সকাল দুপুর বিকেল
সন্ধ্যা
সকাল সন্ধ্যা
সন্ধ্যা
বিকেল দুপুর
বিকেল

ক্রিং-ক্রিং
বাড়ি নেই

স্টেশন

চা-আ-র-র.....

লমোসা-আ-আ.....

প্র-র-র-র.....

ঘরবাড়ি

সিগ্, কাল

মাঠ

রেললাইন

বন

লাইন

দোলনার

ইন্সোর

.....

গাচী

জ্ঞান

আন

ট্রেন

ক্রেন

স্টেশন

স্টেশন

মানমন্দির

ভাঙা দেয়ালের ওপাশে সূর্য গড়িয়ে পড়ল
অচেনা গন্ধ
মুখের কাছে মুখ
টেলিপ্রিন্টারে ছুঁষটন।
এক দুই তিন চার
কম্পাটোরে লাল সবুজ হলুদ সংকেত
টেবিলের নিচে ছায়া ধুলো মাকড়সার জাল
কাগজের টুকরো পা ভুতো।
জুতোর মধ্যে আঙুল আঙুলের ঘাম
আলতো করে ছলছে
নিচে শক্ত মেঝে
নিচে মাটি
উদ্ভাপ
স্পন্দন
নিচে
আকাশ
ভায়া
শূন্য
নীল
○
নীল

হৈ চৈ

ষরে বর্ষে হৈ চৈ

গিসগিস করছে উঠোন

অ

আ

১

০

কৌ

কেমন

বেশ তো

আজকাল

চলি

.....

পথটা সরু হয়ে বিন্দু হয়ে নিখুঁত একটা বিজয়ার অভিসন্ধি হয়ে

না

আসচে যোববার

না

কবিতা ১

.....
মহেছোদয়ের অঙ্কার.....

.....বালিতে পায়ের.....

কবিতা ২

চোখ গেল

জল কর

চোখ গেল

চোখ গেল

চোখ গেল

চোখ গেল

চোখ গেল

হাতে হাত

রাখে রাখ

হয়ে ছুই

টায় বাস

মুখ মুখ

পথ পথ

চোখ গেল

চোখ গেল

